রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.২৬৯–বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

২। কণ্ঠশিল্পী আবদুল জব্বারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৭ ভাদ্র ১৪২৪/১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২৭ ভাদ্র ১৪২৪
ঢাকা: ----------
১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ১৯৩৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া জেলার আড়ুয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কুষ্টিয়ায় ওস্তাদ ওসমান মাস্টার ও ওস্তাদ লুৎফেল হক, কলকাতায় ওস্তাদ শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ঢাকায় ওস্তাদ ফজলুল হকের নিকট সংগীতে তালিম গ্রহণ করেন। অনন্য কণ্ঠবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এই কণ্ঠশিল্পী ১৯৫৮ সালে বেতার-শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। সংগীতজীবনের শুরুতেই তিনি তাঁর সংগীত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে সংগীতজগতে স্বীয় অবস্থান সুসংহত করেন। অতঃপর তিনি ১৯৬২ সালে প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে চলচ্চিত্রে কণ্ঠদানের পর থেকেই তাঁর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অচিরেই খ্যাতির শিখরে পৌঁছে যান যশস্বী এই শিল্পী। ১৯৬৪ সাল থেকে তিনি নিয়মিতভাবে টেলিভিশনে সংগীত পরিবেশন করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আবদুল জব্বারের ছিল গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁর নীতি ও আদর্শের প্রতি ছিল অবিচল আস্থা। বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতারের পর সংগীতকে হাতিয়ার হিসাবে অবলম্বন করে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এই কণ্ঠশিল্পী। ছাত্রলীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি গেয়েছেন ‘আমাদের দাবি যারা মানে না, পিটাও তাদের পিটাও’, ‘বন্দি করে যদি ওরা ভাবে খেলা করেছি শেষ, তা হবে মস্ত বড় ভুল’-সহ আরও অনেক গণসংগীত যা গণমানুষকে করেছে অধিকার-সচেতন, জুগিয়েছে অনুপ্রেরণা এবং আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করেছে দুর্নিবার্য সংগ্রামী চেতনায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে যোগদান করে অসংখ্য গানে কণ্ঠ দেন এই কণ্ঠসৈনিক যা মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মপ্রত্যয়, উদ্দীপনা, নির্ভীকতা ও দেশপ্রেমকে সতত সঞ্জীবিত রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে — ‘মুজিব বাইয়া যাওরে’, ‘সাড়ে সাত কোটি মানুষের আরেকটি নাম মুজিবর’, ‘অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা দেব যে আরও আজীবন পণ’, ‘সালাম সালাম হাজার সালাম’, ‘জয় বাংলা বাংলার জয়’-সহ আরও অসংখ্য গান। এ ছাড়া যুদ্ধের সময় তিনি প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মুম্বাইয়ের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে কাজ করেন। তখন গণসংগীত পরিবেশন করে প্রাপ্ত ১২ লাখ রুপি তিনি তৎকালীন অস্থায়ী সরকারের ত্রাণ তহবিলে দান করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করতে গণসংগীত পরিবেশন করতেন এই কণ্ঠসৈনিক।

চলমান

জনাব আবদুল জব্বারের গাওয়া উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে — 'তুমি কি দেখেছ কভু', 'এই সে সোনার দেশ', 'মোদের এ বাংলা সোনার বাংলা', 'ঘুরে এলাম কত দেখে এলাম', 'হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে', 'তারা ভরা রাতে', 'এক বুক জ্বালা নিয়ে', 'ওরে নীল দরিয়া', 'মনরে ভবের নাট্যশালায়', 'শুধু গান গেয়ে পরিচয়', 'হে পৃথিবী আমার প্রশ্ন শোন', 'তোমরা যাদের মানুষ বলনা', 'পিচ ঢালা এই পথটারে ভালোবেসেছি', 'ওগো লাজুক লতা', 'দুটি মন যখন কাছে এল', 'শত্রু তুমি বন্ধু তুমি', 'বিদায় দাও গো বন্ধু তোমরা'।

২০০৬ সালে 'বিবিসি বাংলা'র জরিপে শ্রোতাদের বিচারে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ২০টি বাংলা গানের তালিকায় স্থান করে নেয় আবদুল জব্বারের গাওয়া তিনটি গান — 'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়', 'সালাম সালাম হাজার সালাম', 'জয় বাংলা বাংলার জয়'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৩ সালে জাতীয় কণ্ঠশিল্পী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার — 'স্বাধীনতা পুরস্কার ১৯৯৬'-তে ভূষিত হন মহান এই শিল্পী। ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদক, ২০০৩ সালে বাচসাস পুরস্কার, ২০১১ সালে সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড — লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার, মাদার তেরেসা অ্যাওয়ার্ড-সহ আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন দেশবরেণ্য এই শিল্পী।

জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের মৃত্যুতে দেশ একজন বরেণ্য কণ্ঠশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধাকে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সংগীতজগতে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। জাতি এক নিবেদিতপ্রাণ মহান শিল্পীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd